মেঘনাদবধ কাব্য

॥ ১ ॥

উনিশ শতকের কাব্যের ঐতিহাসিক পটভূমি :

অষ্টাদশ শতক বাংলা সাহিত্যের অবক্ষয় পর্ব। উনিশ শতকের প্রথম দিকেও বাংলা কবিতার নব জন্ম হয়নি। সেটা ছিল কবিওয়ালাদের যুগ। যে সমাজ প্রকৃত কাব্যকলার কদর জানে না সেই সময় কোনো কবির আবির্ভাব হলে তাঁর কাব্যের প্রকৃত রসাস্বাদন করবার জন্য পরবর্তীকালের পাঠকদের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। ভারতচন্দ্রের চর্বিত চর্বন আর মধ্যযুগীয় ঐতিহ্য নিয়ে সংস্কৃতিবিহীন বাঙালী যখন সাহিত্যরসের থেকে সরে গেছে অনেক দূরে তখন বাংলা কবিতায় ঈশ্বরগুপ্তের আবির্ভাব। দৈনিক পত্রিকার পাঠক আকর্ষণের জন্য সস্তা জনপ্রীতিকে অবলম্বন করা ছাড়া গুপ্তকবির সামনে অন্য পথ খোলা ছিল না।

ঈশ্বর গুপ্ত বাংলা সাহিত্যের প্রথম-কার্টুনিষ্ট কবি। তাঁর কবিতার প্রধান রস কৌতুক। সিরিয়াসনেস কমই আছে গুপ্তকবির পদ্যে। ঈশ্বরগুপ্তের পরে কবি রঙ্গলাল। বাংলা কাব্যে যিনি প্রথম স্বদেশপ্রেমের বোধ এনেছিলেন তিনি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। যাকে কাব্যকলার শিল্পসুষমা তা যথেষ্ট পরিমাণে রঙ্গলালের কাব্যে ছিল না। "আধুনিক বাংলা কাব্যের জন্মমুহূর্তে রঙ্গলাল ছিলেন জ্ঞানযোগী। রেনেসাঁস-উত্তর বাঙালি জীবন-ধর্মের যথার্থ চরিত্রটি তিনি কেবল যুক্তি-বিচারের মাধ্যমেই আয়ত্ত করেছিলেন, তার গভীরে যাননি। তবু ঈশ্বরগুপ্ত যদি কবিওয়ালাদের উত্তরসূরী হন তাহলে আধুনিক বাংলা কাব্যের শুরুতেই কবি রঙ্গলালের নামোল্লেখ করতে হয়। রঙ্গলাল বাংলা কাব্যকে আদিরস থেকে মুক্ত করেছেন। কাব্যে দেশপ্রেমের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছেন তিনি প্রাচীন যুগের বীরত্ব ও ঐতিহাপূর্ণ ইতিকথাকে কথাবস্তু হিসেবে নিয়ে বাংলা সাহিত্যের একটা নতুন দিক উন্মোচন করেছেন। মধুসূদন-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র পৌরাণিক আখ্যানে যুগোপযোগী ব্যঞ্জনা আরোপ করেছিলেন। এই ধারার উদ্গাতা রঙ্গলাল। অলৌকিকতা বর্জন করে তিনিই প্রথম যুক্তির পথে বাংলাকাব্যকে মুক্তি দিয়েছিলেন।

ঈশ্বরগুপ্ত যুগের দৃষ্টি ; যুগস্রষ্টা নন। মধুসূদন যুগস্রষ্টা, মধুসূদন বাংলা কাব্যজগতে এমনই এক ব্যতিক্রম যাঁর সঙ্গে পূর্ব ও পশ্চাতের কোনো যোগ নেই। কৃত্রিম ক্লাসিক যুগের প্রধান কবি হলেও তিনি অনন্যসাধারণ।

ভারতচন্দ্র থেকে ঈশ্বরগুপ্ত এবং ঈশ্বরগুপ্ত থেকে রঙ্গলাল পর্যন্ত বাংলা কাব্যপ্রবাহ যেন পল্লীর ছোট নদীর মতো তীরের জনজীবনের সঙ্গে সখ্যস্থাপন করে বাঙালী জীবনের অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। ক্ষীণকায়া তটিনী যে কখন মহাসাগরের প্রকাণ্ড ঢেউ বয়ে আনল ; প্লাবিত করল তটভূমিকে ; তার প্রবল তরঙ্গোচ্ছ্বাস মাতিয়ে দিল বাঙালীকে তা বুঝতে না বুঝতেই অনভ্যস্ত বাঙালী পৌঁছে গেল কৃত্রিম ক্লাসিক কাব্যের যুগে।

Scanned by CamScanner

রোমান্টিক গীতিকবিতাই বাংলা কাব্যের প্রধান ধারা। মধুকবির আগে ও পরে বহু কবি গীতলতায় সঞ্জীবিত করেছেন বাঙালী কাব্যরসপিপাসুকে।মধুসূদনের স্বকীয়তা রোমান্টিকতায় নয়, ক্লাসিক কবিভাবনায়। ক্লাসিক কল্পনার প্রধান বৈশিষ্ট্য—সরলতা (simplicity) এবং প্রত্যক্ষতা (directness)। ক্লাসিক কাব্যের অন্যতর বৈশিষ্ট্য এর গৌরব সমুন্নতি বা sublimity। তাই যা মহৎ ও বৃহৎ, যা কল্পনাকে ভাবের উচ্চগ্রামে তুলতে পারে সহজেই ; বা গগনভেদী-অতলস্পর্শী, সেই একমুখী জীবনের বিকাশই ক্লাসিক কল্পনাকেই উদ্দীপ্ত করে। ক্লাসিক কল্পনার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য-এর গঠনরীতি। রোমান্টিক কাব্য চিত্রধর্মী আর ক্লাসিক কাব্য স্থাপত্য ধর্মী। ক্লাসিক কাব্যের গতি নির্বিশেষ থেকে বিশেষে আর রোমান্টিক কাব্যের গতি বিশেষ থেকে নির্বিশেষে।

রামমোহন-ডিরোজিও-বিদ্যাসাগর যে সমাজ বিপ্লব শুরু করেছিলেন তারই পরোক্ষ কারণস্বরূপ বাঙালী জাতির মধ্যে জেগে উঠেছিল প্রবল স্বাভিমান, স্বাজাত্যবোধ। এই জাতিত্ববোধের সংহত প্রেরণাই যুগিয়েছে বাংলা মহাকাব্য রচনার তাগিদ। মধুসূদন একটি চিঠিতে বন্ধুবর রাজনারায়ণ বসুকে লিখছেন—"I began the poem in a joke, and I have actually done something that ought to give our national poetry a good lift……" 'তিলোত্তমা সম্ভব' কাব্য রচনার পর লেখা হয় এই চিঠি। স্বজাতি সম্পর্কে এই তীব্র সচেতনতা বারবার দেখা গেছে তাঁর চিঠিপত্রে।

'বাংলা কাব্যপরিচয়'-তে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে আধুনিকতা আসলে একটা 'মর্জি'। বিশেষ ধরণের কাল চেতনা দ্বারা তার চরিত্র নিয়মিত ; কালের নিরিখেই তার একমাত্র পরিমাণ নয়। সন্তানের জন্য চিরকাল দুধভাত চেয়ে ঈশ্বরী পাটনী মধ্যযুগের অবসান ঘটিয়ে দিল। রেনেসাঁর জোয়ারে ভেসে উনিশ শতকের সাহিত্যিক-কবিকুল মানবেরই জয়গাথা গাইলেন, গাইলেন জীবনের জয়গান। ঐতিহাসিকের ভাষায় ঃ

"The British conquest of Bengal was not merely a political revolution, but brought in a greater revolution, in thought and ideas, in religion and social progress. The Hindu intellect came in contact with all that is noblest and most healthy European history and literature, and profited by it."

[Literature of Bengal / R. C. Dutta]

বস্তুতঃ উনিশ শতকের নবজাগরণ নামান্তরে হিন্দুজাগরণ। উনিশ শতকের বহু মনীষীর আবির্ভাব ঘটে বাংলা তথা ভারতবর্ষে। বাংলা সাহিত্যে কাব্যে, গদ্যে নাটকে যে নতুন সৃষ্টির উন্মাদনা দেখা দেয় তা ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনেরই ফল। ইংরেজী ভাষার দানে বাংলা সাহিত্য পুষ্টি লাভ করেছে একথা অস্বীকার করে লাভ নেই। তবে মধু-হেম-নবীন কবিত্রয়ীর কৃত্রিম ক্লাসিক যুগ এখানেই শেষ। কারণ ততক্ষণে 'ভোরের পাখি' বিহারীলাল গীতিকবিতার সুর এনেছেন ; সেই সুরে উদ্দীপ্ত হয়ে দেখা দিয়েছে রবিরাগদীপ্ত দূর দিগন্ত। বাঙালী কৃত্রিম ক্লাসিক কাব্যধারার বদলে গীতিকবিতার ধারাকেই সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে গ্রহণ করেছে। কিন্তু এখানে উল্লেখ করা দরকার যে মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' বীররসের কাব্য হলেও অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতো তাতে বয়ে চলেছিল স্থানে স্থানে গীতিকবিতার রসের ধারা ; চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে ঘটেছে যার সার্থক রূপায়ণ।

॥ ২ ॥

মধু-কাব্য চর্চার ঐতিহাসিক তাৎপর্য ঃ

বাংলা সাহিত্যে যিনি প্রথম পৃথিবীকে স্বর্গ করে এঁকেছিলেন যিনি প্রথম নরকের চিত্রল বর্ণনা দিয়েছেন তিনি সুকবি মধুসূদন। মধুসূদনের শিল্পমানসে বাঙালির জাতীয় জীবন-সমাজ-সংস্কৃতির সঙ্গে

Scanned by CamScanner

যুক্তহয়েছিল ভারতীয় ঐতিহ্য প্রবাহ আর আধুনিক প্রাণপ্রবাহ। কবি ঘোষণা করেছিলেন গৌড়জন নিরবধিকাল তাঁর কাব্যসুধা পান করবে। ভবভূতি তাঁর সমকালে উপযুক্ত রসবোদ্ধা না পেয়ে আক্ষেপ করে বলেছিলেন :

যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাম্,
জানন্তি তে কিমপি তান্ প্রতি নৈষ যত্নম্।
উৎপৎস্যতে হপি মম কোহপি সমানধর্মা
কালোহায়ং নিরবধিবিপুলা চ পৃথ্বী ॥

[মালতীমাধব / প্রস্তাবনা]

—যাঁরা আমার কাব্য বোঝেন না বলে নিন্দে করেন তাঁদের জন্য এ কাব্য নয়। একদিন নিশ্চয়ই আমার সমানধর্মা কেউ জন্মাবেন কারণ কাল অনন্ত আর পৃথিবীও সুবিশাল। ভবভূতিকে আক্ষেপ ও প্রত্যাশা দুই-ই প্রকাশ করতে হয়েছে। আর মধুসূদন স্পর্ধাভরে ঘোষণা করেছেন :

"—তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী
কল্পনা! কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু
লয়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধানিরবধি।"

[মেঘনাদবধ / প্রথমসর্গ]

ছেলেবেলা থেকেই মধুসূদনের জীবনের লক্ষ্য ছিল বড় কবি হওয়া। প্রতিভার সঙ্গে পাণ্ডিত্যের এমন মেলবন্ধন খুব কম কবির মধ্যেই পাওয়া যায়। মনোমোহন ঘোষ তাঁর সম্পর্কে বলেছেন : "As a linguist and scholar, he had scarcely an equal among his contemporaries, and there is hardly any individual, even in these days, among his countrymen who could excel him in his knowledge of the European languages and in literature both ancient and modern of European countries." মধুসূদনের লণ্ডনে থাকাকালীন তাঁর পাণ্ডিত্যে বিমুগ্ধ হয়ে পণ্ডিত গোল্ডস্টুকার তাঁকে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অবৈতনিক অধ্যাপকের পদগ্রহণ করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন : 'কপটতা বা ভণ্ডামির বিন্দুমাত্র ছিল না। এই জন্য মধুকে ভালোবাসি। আর একটা কথা, এমন প্রাণের তাজা ভালবাসা মানুষকে অতি অল্পলোকেই দেয়, এজন্যও মধুকে ভালবাসি। অকপট হৃদয়ের এই মানুষটির মধ্যে ক্রমাগত অহরহ এক সঙ্কল্প জাগরূক থাকত। সে সঙ্কল্প বড় কবি হয়ে ওঠার।

ব্যক্তিজীবনে যতই অসংযত ও উদভ্রান্ত হোন না কেন, সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি কঠোর নিয়মনিষ্ঠ। কাব্যের আঙ্গিক সম্পর্কে তাঁর সচেতনতা ছিল প্রবল। মধুসূদনের সামগ্রিক রচনাবলীর পরিচয় দেওয়া হল :

Scanned by CamScanner

মধুসূদন রচনাবলী

ইংরাজী রচনা

Collected Poems
The Upsori
The Captive Ladie
Visions of the Past
Rizia : Empress of Inde
Ratnavali (অনুবাদ)
Sermista (ঐ)
Nil Durpan (ঐ)
The Anglo-Saxon and the Hindu
An Essay
On Poetry etc.
Rukmini Harana Nataka

বাংলা রচনা

নাটক

শর্মিষ্ঠা
একেই কি বলে সভ্যতা
বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ
পদ্মাবতী নাটক
কৃষ্ণকুমারী নাটক
মায়াকানন

কাব্য

তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য
মেঘনাদবধ কাব্য
ব্রজাঙ্গনা কাব্য
বীরাঙ্গনা কাব্য
চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী
হেক্টর বধ

শুধু মহাকাব্য নয় পত্রকাব্য এবং সনেট ও মধুপ্রতিভার সৃষ্টি। যিনি 'মেঘনাদবধ'-এর মতো সাহিত্যিক-মহাকাব্য রচনা করেছেন তিনিই আবার ওভিদের অনুসরণে—Heroic Epistles বা বীরাঙ্গনাদের রচিত পত্রাবলী রূপকাব্য লিখেছেন। পত্রকাব্যের এক একটি পত্রিকা এক একজন নায়িকার নাটকীয় একোক্তি (Dramatic Monolgue) যেন। নাটকীয় প্রত্যক্ষতা ও অন্তসংঘাত পত্রিকাগুলিতে রয়েছে। ব্রাউনিং-এর 'লাস্ট রাইড টুগেদার', মাই লাস্ট ডাচেস', 'আন্দ্রিয়া দেল্ সার্তো' নাটকীয় একোক্তির উদাহরণ।

পুরাতন পৃথিবী ছিল জাতিগত আর আধুনিক পৃথিবী ব্যক্তিগত। পুরাণের কাহিনীকে বিষয় হিসেবে গ্রহণ করলেও প্রাচীন ঐতিহ্যময় ধারণাকে ব্যক্তিগত মনোভাবের আলোকে বিচার করেছেন মধুসূদন' আবার তিনি ঐতিহ্য বিরোধীও নন। জাত মহাকাব্য পড়তে হয় না তার গল্প-কাহিনী বংশানুক্রমে লোকপরম্পরায় সাধারণ মানুষ জানতে পারে। কিন্তু সাহিত্যিক মহাকাব্য পড়ে তার রসাস্বাদন করতে হয়। 'মেঘনাদবধ' কাব্যের সেই সব কিছু উজ্জ্বল অংশ তুলে দেওয়া হল যার দ্বারা কবির আধুনিকতার পরিচয় মেলে : শোকস্তব্ধ সভায় রাবণের আবেগময় কণ্ঠস্বর—

"কুসুমদাম সজ্জিত, দীপাবলী তেজে
উজ্জ্বলিত নাট্যশালাসম রে আছিল
এ মোর সুন্দরী পুরী ! কিন্তু একে একে
শুকাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটি
নীরব রবাব বীণা মুরজ মুরলী;
তবে কেন আর আমি থাকি রে এখানে ?

অথবা রাবণের মধ্যে একাধারে বীর যোদ্ধা ও শোকসন্তপ্ত পিতৃসত্তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন কবি—

"...হৃদয়বৃন্তে ফুটে যে কুসুম,
তাহারে ছিঁড়িলে কাল, বিকল হৃদয়ে
ডোবে শোক-সাগরে, মৃণাল যথা জলে,
যবে কুবলয়ধন লয় কেহ হরি।"

আবার

Scanned by CamScanner

"ধন্য লঙ্কা, বীরপুত্রধারী ! চল, সবে,—
চল যাই, দেখি, ওহে সভাসদ্ জন
কেমনে পড়েছে রণে বীর-চূড়ামণি
বীরবাহু ; চল, দেখি জুড়াই নয়নে।"

'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনার কালে রাজনারায়ণ বসুকে কবি লিখছেন : I am going on with Meghanad by fits and starts, perhaps the poem will be finished by the end of the year, I am glad you like the opening lines.

কলকাতার পত্রিকাগুলিতে বেশ কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত হওয়ার পর কয়েক মাসের মধ্যে বড়ো কবি হওয়ার ব্যাপারে তিনি এতো আত্মবিশ্বাস লাভ করেন যে অক্টোবর মাসের চার তারিখে ১৮৪২ সালে বিলেতের Blackwood Magazine-এ প্রকাশের জন্য কয়েকটি কবিতা পাঠিয়ে দেন। অপর পত্রিকায় পাঠানো কবিতাগুলি প্রথমে গৌরদাস বসাকের নামে উৎসর্গ করেও পরে কবি ওয়ার্ডস-ওয়ার্থের নামে উৎসর্গ করেন। কিন্তু 'Bentley's Miscellany'-তে ঐ কবিতাগুলি ছাপা হয়নি। নিজের সম্পর্কে মধুসূদনের বেশী আস্থা ছিল। তাঁর ছিল, অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস। ইংলণ্ডে গিয়ে বড়ো কবি হওয়ার বাসনার তীব্রতায় স্বদেশকেও তাঁর মনে হয়েছে কারাগার—

"Oft like a sad imprisoned bird I sigh
To leave this land ; though mine own land it be"

কবি হওয়ার জন্য জীবনে যে কোন রকম ত্যাগস্বীকার করতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন এবং তা করেও ছিলেন। কবি আলেকজাণ্ডার পোপ বলতেন যে কবিতার জন্য দরকার হলে আপনজনদের এমনকি বাবা-মাকেও ত্যাগ করতে হবে। ধর্মান্তরীকরণের মুহূর্তে গাইবার জন্য যে hymn তিনি রচনা করেন তা হল :

Long sunk in superstition's night,
By sin and satan driven,—
I saw not,—cared not for the light
That leads the blind to Heaven.

*

I sat in darkness, Reason's eye
Was shut,—was closed in me ; —
I hastened to. Eternity
O'er Error's dreadful sea

*

I've broken Affection's tenderest ties
For my blest Savior's sake ;—
All, all I love beneath the skies,
Lord ! I for Thee forsake !

মধুসূদন এখানে বলতে চেয়েছেন এতদিন নিজের সমাজে তিনি অন্ধ কুসংস্কারে ডুবে ছিলেন এবারে যুক্তির আলো দেখতে পেলেন নতুন ধর্ম গ্রহণ করে। হিন্দুধর্মকে কবি তোয়াক্কা করতেন না কিন্তু স্বদেশের পৌরাণিক কাহিনী তাঁর ভালো লাগত বলেই কাব্যকথা হিসেবে সেগুলি গ্রহণ করেছিলেন। তাই রাজনারায়ণ বসুকে লিখছেন :

Scanned by CamScanner

"I must tell you, my dear fellow, that though, as a jolly Christian youth, I don't care a pin's head for Hinduism, I love the grand mythology of our ancestors. It is full of poetry,"

মধুসূদনের সমস্ত রচনার প্রারম্ভে ওপরের দিকে একটি হাতি ও একটি সিংহের ছবি থাকত। হাতি প্রাচ্য সভ্যতার প্রতীক আর সিংহ পাশ্চাত্য সভ্যতার। তাঁর সৃষ্টি যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মেলবন্ধন ঘটিয়েছে এ তারই প্রতীক। সংহত স্টাইল-এর প্রতি সচেতন ছিলেন কবি। আঙ্গিক-সচেতনতা আধুনিক কবিদের বৈশিষ্ট্য। মধুসূদনের হাতে বাংলা কাব্যকলা পরিমিত সুষ্ঠু রূপাবয়ব লাভ করেছে। বাংলা কাব্যের জরাতুর জীবনে যৌবনের জয়টীকা পরিয়েছেন মধুকবি।

মাতৃভক্ত কবি মাকে কষ্ট দিয়ে খৃস্টান হলেন। জাহ্নবী দেবীকে পুত্রশোক এবং স্বামীর দেওয়া কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল। মধুসূদনের কবিচেতনার মর্মলোকে এই বাঙালি ধর্মের মূর্তিমতী প্রতীক ছিলেন জননী জাহ্নবী। মায়ের উল্লেখমাত্র কবির চিত্ত বেদনার্ত হত।

মধুসূদনের প্রথম বাংলা রচনা 'শর্মিষ্ঠা' নাটক। ঈশ্বরগুপ্ত অমিত্রাক্ষরকে ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন—

"কবিতা কমলা কলা পাকা যেন কাঁদি,
ইচ্ছা হয় যত পাই পেট ভরে খাই।"

বাংলায় অমিত্রাক্ষর রচনা অসম্ভব বলে মন্তব্য করেন রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং প্রসঙ্গত, উক্ত পঙ্‌ক্তি উল্লেখ করেন। মধুসূদন জবাব দেন—

"Oh ! it is no reason because old Issur Gupta could not manage to write blank verse that nobody else will be able to do it."

[দ্রঃ মধুস্মৃতি / নগেন্দ্রনাথ সোম]

মধুসূদন এই জেদে 'তিলোত্তমা সম্ভব' কাব্য রচনা করেন। অমিত্রাক্ষর বাংলায় স্থায়ী আসন করে নিল।

॥ ৩ ॥

রেনেসাঁর কবি মধুসূদন ঃ

কবি সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার বলেছেন ঃ

> "যে সংস্কৃতি একদা য়ুরোপে নবজাগরণ আনিয়াছিল, যাহার ফলে humanities বা মানববিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যার উপরে স্থান পাইয়াছিল ; এবং মনুষ্যজীবনগত পরম রহস্যের প্রতি শ্রদ্ধা বা humanism-ই মানুষকে এক নবধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিল— আমাদের পক্ষেও তাহা সঞ্জীবন মন্ত্রের মতো কাজ করিয়াছিল। সেই মানবতা বা মর্তপ্রীতির প্রেরণাই আমাদিগকে চঞ্চল করিয়াছিল।"

[দ্রঃ "কবি শ্রীমধুসূদন"]
১ম সং / পৃঃ—১৭

রেনেসাঁর বহুমুখী প্রতিভাধর ব্যক্তিদের মতোই বাংলার নবজাগরণের কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তও ছিলেন একাধিক প্রতিভাসম্পন্ন। হিসেব করে টাকাপয়সা খরচ করা য়ুরোপের নবজাগরণের যুগের মানুষের স্বভাব ছিল না। বেহিসেবী মধুসূদনও ঠিক তাই। তাঁর জীবন ঘটনাবহুল ; যেন কবিরই অলিখিত মহাকাব্য কোনো। কবির জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসু কবিকে তাঁর 'গ্র্যাণ্ড ফেলো' রাবণের সঙ্গে তুলনা করেছেন। মধুপ্রতিভা একাধারে নাটক, প্রহসন, মহাকাব্য, পত্রকাব্য ও সনেট সৃষ্টি করে বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে রয়েছে। ইংলণ্ডে রেনেসাঁর কবি শেক্সপীয়র ; বাংলায় মধুসূদন।

Scanned by CamScanner

ভারতবর্ষে উনিশ শতকে যে সাংস্কৃতিক নবজাগরণ ঘটেছিল (তা আদৌ 'নবজাগরণ' কিনা তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ রয়েছে) তার প্রথম পুরুষ রাজা রামমোহন রায়। নবজাগরণের পণ্ডিত বিদ্যাসাগর আর রেনেসাঁর প্রথম কবি বাংলায় শ্রীমধুসূদন। বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থ ই বলেছিলেন :

"...সুপবন বহিতেছে দেখিয়া জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও ; তাহাতে নাম লেখ 'শ্রীমধুসূদন'।

কবি মধুসূদনকে কেন রেনেসাঁর কবি বলব ? সূত্রাকারে আমাদের যুক্তি উল্লেখ করছি :

ক) বাংলা কাব্যে নবজাগরণের আনন্দ ও মুক্তির বার্তা প্রথম ধ্বনিত হল মধুসূদনের কাব্যে। বক্তব্যে নয় চরিত্রসৃষ্টিতে, ব্যক্তিত্বের বিকশনে কাব্যে তিনি আধুনিকতা এনেছেন। রাবণ বা মেঘনাদের মতো নিওক্লাসিক চরিত্র যেমন সৃষ্টি করেছেন তেমনি পত্রকাব্যের নায়িকাদেরও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য দিয়ে তাদের উজ্জ্বল করেছেন।

খ) নারীর প্রতি মধুসূদনের মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে কলেজজীবনে লেখা একটি প্রবন্ধে। তিনি বলেছেন :

"In India, I may say in all the oriental countries, women were looked upon as created merely to contribute to the gratification of the animal appetites of men. This brutal misconception of the design of the Almighty is the source of much misery to the fair sex, because it only makes them appear as of inferior mental endowments, but no better then a sort of speaking brutes." [Hindu Females] মধুসূদনের প্রত্যেক কাব্যে ও নাটকে নারীর প্রতি শ্রদ্ধা ও সমবেদনা লক্ষ্যণীয়। উল্লেখ্য যে কবির শ্রেষ্ঠ কাব্য 'বীরাঙ্গনা' নারীমুক্তি আন্দোলনের হোতা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে উৎসর্গী করা হয়েছিল।

(গ) ইংরেজীতে বিখ্যাত কবি হওয়ার প্রবল বাসনা থেকে মাতৃভাষায় কাব্যরচনায় ফিরে আসেন কবি। সমসাময়িক তিনজন কবি : কাশীপ্রসাদ, রাজনারায়ণ, এবং মধুসূদন—এঁদের মধ্যে প্রথম প্রকাশিত হয় কাশীপ্রসাদ ঘোষের কবিতা। ইংরেজীতে কাব্য রচনার মোহ থেকে সরে এলেও পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব থেকে তিনি মুক্ত হতে চাননি। য়ুরোপীয় সাহিত্যের প্রভাব মধুসূদনের রচনায় শুধু নয়, নবজাগরণের যুগে সকলের লেখায়ই তা ছিল।

(ঘ) চিরন্তন ধারণা এবং ব্যক্তিগত মনোভাবের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব রাখতে চাননি কবি। শেষেরটিকেই জয়ী করেছেন। তাই বিষ্ণুর অবতার রামচন্দ্র এবং তাঁর সাঙ্গপাঙ্গ কবির কাছে ঘৃণাই কুড়িয়েছে আর রাক্ষসরাজ রাবণ হয়েছে মহৎ॥ লক্ষ্মণ নয়, মেঘনাদই তাঁর কাছে 'hero'

(ঙ) নবজারণের মূল কথা হল মানবতা—'Man is the measure of all things'—মানবতাই সমস্ত কিছুর মাপকাঠি। তাই রাক্ষস জেনেও ইন্দ্রজিৎ ও তার বধূ প্রমীলার জন্য মানবিক বেদনায় অশ্রুপাত করেছেন কবি। বন্ধুবর রাজনারায়ণ বসুকে তিনি লিখেছেন :

"I can tell you have to shed many a tear for the glorious Rhaksasas, for poor Lakshmana, for Promila."

[মধুস্মৃতি / পরিশিষ্ট / নগেন্দ্রনাথ সোম]

চ) মধুসূদন যুগস্রষ্টা। তাঁর অমিত্রাক্ষর যুগচ্ছন্দ। তাঁর আগে পর্যন্ত অতি ব্যবহৃত পয়ার যে মহাকাব্য রচনার যোগ্য নয় কবি তা যথার্থ ই বুঝেছিলেন। পয়ারে চোদ্দো মাত্রা অমিত্রাক্ষরেও তাই। কিন্তু আবেগের প্রবহমানতা প্রথমটিতে বজায় থাকে না, দ্বিতীয়টিতে থাকে। 'তিলোত্তমা সম্ভব' কাব্য রচনার সময় থেকেই তিনি এই নতুন ছন্দ বিষয়ে বন্ধুদের সঙ্গে পত্রালাপ করেছেন। 'তিলোত্তমা সম্ভব'-এ এর উদ্ভব, 'মেঘনাদ বধ-এ উৎকর্ষ এবং 'বীরাঙ্গনা'য় পূর্ণতাপ্রাপ্তি।

Scanned by CamScanner